[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

অনিশ্চিয়তা, দেম্বেলের ওপর নজর ম্যানইউ’র

আক্রমণভাগের শক্তি বাড়াতে যাচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি বার্সেলোনার উসমানে দেম্বেলেকে লোনে আনার চেষ্টা করছে বলে একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে খবর প্রকাশ করেছে ইএসপিএন।

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে তরুণ উইঙ্গার জর্ডান সানচোকে দলে ভেড়ানো অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় আক্রমণভাগে আপাতকালীন খেলোয়াড় হিসেবে দেম্বেলেকে দলে বেড়াতে চায় তারা। কুড়ি বছর বয়সী সানচোর জন্য ৯ কোটি ইউরো প্রস্তাব দিয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ইউনাইটেড। ইংলিশ এই ফুটবলারের জন্য জার্মান ক্লাবটির চাওয়া ১২ কোটি ইউরো।

দাম নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় ম্যানইউ’র নাকি এখনো বিশ্বাস, গ্রীষ্মকালীন দল-বদলের শেষ দিকে দলে ভেড়ানোর সুযোগটি এখনো আছে। এছাড়া ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সফল ক্লাবটি বার্সেলোনা তারকা দেম্বেলের প্রতিও নজর রাখছে। আক্রমণভাগের এই ফুটবলার ২০১৭ সালে ১৩ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড ট্রান্সফার ফিতে কাতালান ক্লাবটিতে নাম লিখিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে একাধিক সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছে, বিষয়টি এখনো আলোচনার পর্যায়েই রয়েছে। এ ব্যাপারে ম্যানইউ আনুষ্ঠানিক কোনও প্রস্তাব দেয়নি বার্সেলোনাকে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, দেম্বেলে ছাড়তে পারে কাম্প ন্যু’র ক্লাবটি। কেননা লিওঁ ফরোয়ার্ড মেম্ফিস দেপাইকে দলে টানতে চাচ্ছে তারা। আর সেজন্য অর্থের দরকার বার্সেলোনার।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

চাঞ্চল্যকর রিফাত হত্যা মামলার রায় আজ, সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা হবে আজ বুধবার। বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আছাদুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক এই আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য এ দিন নির্ধারণ করেন।

এছাড়া এ মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক অন্য ১৪ আসামির বিরুদ্ধেও সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বরগুনা নারী ও শিশু আদালতে এই সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষ হয়। যেকোনও দিন রায়ের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন আদালত।
সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ২৬ জুন। ওই দিন সকালটি আর ১০টি সকালের মতোই শুরু হয়েছিল রিফাত শরীফের। কিন্তু সেই সকালটি হয় তার জীবনের শেষ সকাল। বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে হঠাৎ কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনীর হামলার শিকার হন রিফাত। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি।

কিন্তু বর্বরচিত এই হত্যাকাণ্ড সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনী প্রকাশ্যে রিফাতকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন বিকালেই বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

যেভাবে খুন হন রিফাত

বুধবার, ২৬ জুন সকালে বরগুনা সরকারি কলেজে যান রিফাতের স্ত্রী মিন্নি। পরে স্ত্রীকে তাকে আনতে কলেজে তিনি। মিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে বের হচ্ছিলেন রিফাত। কলেজের গেটে ওঁৎ পেতে থাকা কিছু সন্ত্রাসী রিফাতকে কলেজ গেট থেকে টেনে নিয়ে নয়ন বন্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে নিয়ে যায়। তারা রিফাতের ওপর আক্রমণ করে। হঠাৎ নয়ন বন্ড দৌঁড়ে গিয়ে একটি রামদা নিয়ে আসে। এরপর সেটি দিয়ে

উপর্যুপরি কোপাতে থাকে রিফাতকে। এসময় মিন্নি অনেক চেষ্টা করেও ফেরাতে পারেনি হামলাকারীদের। পরে একটি রিকশায় করে হাসপাতালে নেওয়া হয় রিফাতকে। দূর থেকে এই দৃশ্য কে বা কারা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নয়নের কোপানোর দৃশ্য দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন।

কে এই নয়ন বন্ড?

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের তথ্যমতে, পৌর শহরের বিকেবি রোডের শহরের ধানসিঁড়ি এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকির ছেলে সাব্বির হোসেন নয়ন। তিনি ছিলেন মাদকাসক্ত। শুধু তাই নয়, রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড ছিলেন অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ। পরে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

এই নয়নের কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। ‘কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত’ বনে যাওয়ার মতো ছিঁচকে চুরি আর ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় বরগুনার সাব্বির হোসেন নয়ন।

দলীয় কোনও পদ-পদবি না থাকলেও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে ছিঁচকে চোর থেকে বরগুনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় সে। মাদক বিক্রির পাশাপাশি পৌর শহরের বিকেবি রোডের ধানসিঁড়ি এলাকার নিজ বাসায় মাদকসেবীদের মাদক সেবনের সুযোগও করে দিত নয়ন। সুবিধা পাওয়ায় মাদকসেবীরাও ভিড়ত তার কাছে। এভাবে ধীরে ধীরে বরগুনা শহরের মাদকের ডন বনে যায় সে। নিজের বাসা মাদকের আখড়ায় পরিণত করে নয়ন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়: রিফাতের

বাবা

বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষণা করবেন আদালত। এরই মধ্যে এ মামলার একমাত্র জামিনপ্রাপ্ত আসামি আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি আদালতে হাজির হয়েছেন। আদালতে পৌঁছেছেন রিফাত শরীফের পরিবারও।

রিফাতের বাবা আবদুল হালিম দুলাল শরীফ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, রিফাত শরীফ হত্যা মামলার রায়ে সব আসামির যেন সর্বোচ্চ শাস্তি হয়। মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়। আজ বুধবার সকালে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ’আমি চাইবো যারা প্রকৃত দোষী তাদের যেন আদালত সর্বোচ্চ শাস্তির রায় দেন আর যারা নির্দোষ তারা যেন নায্য বিচার পায়। ওই ছেলেগুলো (রিফাত হত্যা মামলার আসামি) এখনো উঠতি বয়সী। আজ তাদের পরিবারগুলো ধ্বংসের মুখে। আমি তো ছেলে হারিয়েছি, তারাও ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শুধু মিন্নির প্ররোচনায় এমন ঘটনা ঘটেছে।
‘

তবে আসামিদের মধ্যে মিন্নি বেকসুর খালাস পাবেন বলে আশা করছেন তার আইনজীবী মাহবুবুল বারী। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিন্নি আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পাবে। মিন্নি তার স্বামী রিফাত শরীফকে সেদিন রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, যা ভাইরাল হওয়া ভিডিও প্রমাণ। শুধু তাই নয়, আহত রিফাত শরীফকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, এ মামলার রায়ে রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি বেকসুর খালাস পাবে বলে প্রত্যাশা তার বাবা মো. মোজাম্মেল হোসেন কিশোরের। মিন্নির বাবা মোজাম্মেল হোসেন কিশোর বলেন, আমরা আসলেই হয়রানির শিকার। জীবন বাজি রেখে মিন্নি তার স্বামীকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। অথচ মিন্নি প্রধান সাক্ষী থেকে এখন আসামির কাঠগড়ায়, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কোটচাঁদপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছেলেসহ বাবা-মাকে পিটিয়ে জখম

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছেলেসহ বাবা- মাকে পিটিয়ে জখম করেছে পরিবারের সদস্যরা। সোমবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের তালশার গ্রামের উত্তর পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। হামলার স্বীকার হলেন, ওই এলাকার মৃত আব্দুল কারীর ছেলে রবিউল ইসলাম (৫০) ও তার স্ত্রী শেফালী খাতুন (৪৫), বড় ছেলে রুবেল হোসেন (২৩), ছোট ছেলে সোহেল (১৬), রুবেলের স্ত্রী রানী খাতুন
(১৮) এবং জামাই শোয়েব আলম রনি (৩০)।

আহতদের পরিবার সূত্রে জানা যায়, রবিউল ইসলামের জামাই শোয়েব আলম রনি শ্বশুরের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করেন। ঘটনার দিন (সোমবার) সকালে ওই জমিতে আগাছা পরিস্কার করতে গেলে চাচা শ্বশুর আবুল হোসেন এবং তার দুই ছেলে আনিস ও শাহিনুর জমিতে কাজ করতে বাঁধা দেন। রনি বিষয়টি শ্বশুর রবিউল ইসলামকে জানান। পরে ঘটনার বিষয় নিয়ে রবিউল তার ভাই আবুল হোসেনের নিকট জানতে চান।

এ সময় উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে অভিযুক্ত আবুল ও তার দুই ছেলে আনিস ও শাহিনুর তাদের উপর চড়াও হয়। পরে তাদের সাথে ওই এলাকার খাঁ জামানের ছেলে খলিল মিয়া, জুলু ইসলামের ছেলে তরিকুল ইসলাম, রুহুল আমিনের ছেলে রিপন হোসেন দেশীয় কুড়াল, বাঁশ ও ক্রিকেট খেলার ব্যাট নিয়ে রবিউল ও তার স্ত্রী এবং দুই ছেলে, ছেলের বৌ ও জামাইয়ের উপর হামলা চালায়। সেই সাথে বাড়ির আসবাব পত্র ভাংচুর করে। হামলায় একই পরিবারের ৬ জন আহত হন।

এঘটনায় গুরতর আহত রুবেল হোসেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এঘটনায় রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, মারামারির ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঠিক তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ

গাংনী পৌরসভা হবে দেশের মডেল পৌরসভা-মেয়র আশরাফুল ইসলাম (ভিডিও সহ)

পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান মেয়রসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘শহরে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী পৌর সভার বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রতিনিধি পলাশ আহম্মেদ।

আজকের সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

আশরাফুল ইসলাম: আমি ১০০% আশাবাদী কারণ আমি জনগণের বন্ধু হয়ে তাদের সাথে মিশে কাজ করি। আমি নিয়োমিত অফিসে আসার সময় তিনটা ওয়ার্ড পরিদর্শন করি আবার যাওয়ার সময় অনেক ওয়ার্ড পরিদর্শন করে সকলের সমস্যা দূর করি। আমি কারর কাছে থেকে অন্যায় কিছু করিনা, যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ আমাকে ভালোবাসে এই ভালোবাসা থেকেই আমি পাবো। তাই আমি শতভাগ আশাবাদী আগামী পৌর নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দেখে আমাকে জেলার সকলে সমর্থন করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেয়র হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগণ আপনাকে

পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?
আশরাফুল ইসলামঃ আমার এই চেয়ারে বসার বয়স ৪ বছর ৬ মাস কিন্তু এর মাঝে আমি ১ টি বছর দায়িত্বরত থাকতে পারিনি কারণ আমাকে অনেক ভাবে প্রতি হত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে যে ৩ বছর সময় ক্ষমতায় আছি তাতে আপনারা জানেন আমার নির্বাচনী এলাকায় আগে বিদ্যেুৎ এর মিটা পোল এই গুলো বসাতে ২০-৩০ হাজার টাকা করে নেওয়া হতো আমি নির্বাচিত হওয়ার পর আর এই দুর্ভোগে কাউকে পড়তে হয়নি।

আমার গাংনী শহরের ভিতর আগে পানি জমা থাকতো ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছিলো খুবই দুর্বল আমি ড্রেনের কাজে উন্নয়ন করেছি। প্রতিটা ওয়ার্ডের অলিতে গলিতে পাকাকরণ, হেয়ারিং বন্ড রাস্তা করে দিয়েছি।আমার পৌর সভাতে একটা গেস্ট হাউজ করেছি।করোনা কালীন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ গরীব দু:খী মানুষের ঘরে ঘরে দিয়ে এসেছি। মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি। তাই জনগণের উপর আমার আস্থা আছে। পুনরায় আমাকে নির্বাচিত করবে। তাছাড়া আমার উনন্নয়ন মূলক কাজজ গুলো আপনারা দৃশ্যমান ভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

আমি গাংনী পৌরসভাকে একটি দুর্নীতি মুক্ত পৌরসভা হিসেবে গড়ে তুলেছি, এমন কেউ নেই যে বলতে পারবে তাদের সাথে কোন কাজের জন্য একটি টাকা অন্যায় ভাবে নিয়েছি। আমি ও আমার কাউন্সির রা সততার সাথে দায়িত্ব পারন করে আসছি। আমাদের গাংনী তে সব চেয়ে বড় যে সমস্যা টা ছিলো সেটা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা শহর সেটা এখন আমাদের ঝাড়ু দাররা রাত ২ টা থেকে ঝাড়ু দিয়ে শহর পরিষ্কার পরিছন্ন রাখছেন। ময়লা ফেলার জন্য দুই টি গাড়িও রয়েছে যা নিয়মিত ময়লা ফেলার কাজ করছে। তাছাড়া শহরের পতিটি মড়ে অফিসের সামনে ছোট ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শহরটি অপরিষ্কার না থাকে। আমি চেয়ারে বসার পর আবর্জনা ফেলার জন্য ৬ বিঘা জমি কিনেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচনে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দি¦তাপূর্ণ হবে?

আশরাফুল ইসলামঃ বিএনপির সাথে আমাদের কোন প্রতিদন্দিতা হবে বলে মনে হয় না। কারণ বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগণ জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে। এই উন্নয়নের ধারাবহিকতা রক্ষা করার জন্য জনগণ জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্ধারণ করা প্রার্থীকেই নির্বাচিত করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনী যদি দলীয় নোমেনেশন না পেয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে নির্বাচনে আসবেন কি না?

আশরাফুল ইসলামঃ আমি গাংনী পৌর সভা কে মডেল পৌর সভা করার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছি সেটা প্রতিয়মান। জনগণ আমাকে ভালোবাসে তাই তারাই নির্ধারন করবেন আমি থাকবো কি থাকবো না। সেক্ষেত্রে জনগণ যদি আমাকে চান তাহলে অবশ্যই আমি দলীয় মনোনয়ন নিয়েই নির্বাচন করবো।

রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ থাকবে তবে অনেকেই দলীয় পদের কারণে অনেক কিছু দাবি করেন কাজের সময় খোঁজ না থাকলেও দেখবেন নির্বাচন আসলে মাঠে নেমে কাজ শুরু করে দিয়েছে দিয়ে তারাও দাবি করেন মনোনয়ন নিবেন। এ বিষয়ে কে মাঠে কাজ করেন আর কে করেন না এ বিষয়ে আমার মনে হয় আমাদের চেয়ে আমার প্রাণ প্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব কিছু ভালো বোঝেন এবং জানেন। তাই আমি শতভাগ আশাবাদী আমাকে দলীয় মনোনয়ন দেবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

আশরাফুল ইসলামঃ আমি পুনরায় পৌর মেয়র নির্বাচন হলে প্রথমেই যে কাজটি করার সপ্ন সেটা হলো গাংনীতে একটি বৃহৎ মার্কেট করবো যার নিচ তলা হাট হবে এবং উপরে মার্কেট। গাংনীতে সকল প্রকার হাট একটি যায়গাতে লিপিবদ্ধ করবো।

এবং আপনারা জানেন গাংনীতে একটি জিনিসের বড়ই অভাব সেটা হলো বাস,ট্রাকের টার্মিনাল। এটাও বাস্তবায়ন করবো ইনশাল্লাহ। এছাড়াও একটা স্টেডিয়াম করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া ঈদগাহ, মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নয় করব।

আপনারা জানেন, গাংনীতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা ছিলো তা কোন রকম উপযোগী করে তুলেছি তবে এর আধুনিকিকরণ নিশ্চিত করার পরি কল্পনা রয়েছে। আরো একটা কাজ সেটা হলো গাংনীর দহ খাল খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে শহরের আবর্জনা পানি সেখানে যাবে এবং চারি পাশে গাছ লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে সকাল বেলায় সকলে শরীর চর্চা করতে পারে। ফোল্ডেন রাস্তা করবো যার মাঝখান দিয়ে বনায়ন থাকবে এবং

রাস্তার দুই পাশ দিয়ে টালি পেড়ে সাজাবো এবং পাশে বনায়ন তৈরি করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবো। এবং গাংনীর একটি রাস্তাতে মাটি দেখা যাবেনা সকল রাস্তা পাকা করণ করবো ইনশাল্লাহ।

চুয়াডাঙ্গায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অপরাধে দোকান মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা : মালামাল ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অপরাধে জনি স্টোরের মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দোকানের মেয়াদোত্তীর্ণ মালামাল ধ্বংস করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা শহরের রাহেলা খাতুন গার্লস একাডেমির পাশে জনি স্টোরে এ অভিযান চালানো হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, জনি স্টোরের মালিক বিভিন্ন কোম্পানির নামে ও বেনামে লেবেল ব্যবহার করে তার ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে তিনি মেয়াদোত্তীর্ণ বিভিন্ন কোম্পানির মালামাল এবং বাচ্চাদের খাবার মালাই ও আচার বিক্রি করতেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় প্রমাণসহ মেয়াদোত্তীর্ণ সমস্ত মালামাল উদ্ধার করা হয়। এ ধরনের অপরাধে জনি স্টোরের মালিক চুয়াডাঙ্গা শহরতলির দৌলতদিয়াড় স্কুলপাড়ার হামিদুর রশিদ জনিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং জব্দকৃত মালামাল ধ্বংস করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা দোকান মালিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন চান্নু ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় তাঁতীলীগের উদ্যোগে নানা আয়োজন

বাংলাদেশ তাঁতী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. নিজামুল হক চুন্নু বলেছেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ এবং দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে।

তিনি সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

তিনি বলেন, সারা দেশের পাশাপাশি কুষ্টিয়ায় ব্যাপক উন্নয়ণমূলক কর্মকাণ্ড করতে সক্ষম হয়েছে এ সরকার।

এসব উন্নয়ন হয়েছে কেবল প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রূপকার মাহবুবউল আলম হানিফ এমপির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার শরীক হতে তাঁতীলীগ একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করছে। প্রান্তিক তাঁতীদের কল্যাণে কাজ করতে তাঁতীলীগ বদ্ধ পরিকর।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের

সহযোগী সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হবে এই তাঁতীলীগ এমন প্রসঙ্গ টেনে এই নেতা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া এ সংগঠন। তাই সহযোগী সংগঠনের সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দলের জন্য কাজ করার আহবান জানান তিনি।

বাংলাদেশ তাঁতী লীগ জেলা শাখার আহবায়ক রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব হাজী হারুন-অর রশিদের পরিচালনায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক আবু হাসান লিটন, শহীদুল ইসলাম, বিপুল হোসেন, হাবিবুর, স্মৃতি, কণা, রাণী বিশ্বাসসহ অন্যরা।
পরে দোয়া মোনাজাত শেষে কেক কাটা হয়।

এসময় জেলা ও বিভিন্ন উপজেলার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন

সোমবার সন্ধ্যায় গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪ তম জন্মদিন।
সোমবার সাড়ে ছয়টার দিকে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মোজাম্মেল হোসেন ককাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারনণ সম্পাদক ইউপি সদস্য ইলিয়াস হোসেন, কালাম হোসেন মহিলা সদস্য বাবিরন নেছা ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক রেজাউর রহমান সহ ছাত্রলীগ যুবলীগ সহ আরো অনেকে।

উক্ত অনুষ্ঠানে মিজানুর রহমান রানা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।তার পরিবারের সকলের আন্তার মাগফিরাত কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

জীবননগর হাসাদাহে সেচ্ছাসেবী মূলক সংগঠন সহযাত্রীর শুভ সূচনা

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৪ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়ন যুব সমাজের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবী মূলক সংগঠন সহযাত্রীর শুভ যাত্রা শুরু হয়েছে ।

আমাদের মূলনীতি , দেশ সমাজের উন্নতি এই স্লোগানকে সামনে রেখে এই সে¦চ্ছাসেবী মূলক সংগঠনের পথ চলা শুরু। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নব গঠিত সংগঠনের সভাপতি অনিক বিশ^◌াসের সভােপিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি জুম্মত মন্ডল , নব গঠিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সোহাগ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ৫নং হাসাদাহ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শুকুর আলী মন্ডল, হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি.এম মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, কোষধাক্য বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক আল আমিন, আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম, মিন্টু মিয়া।

আরো উপস্থিত ছিলেন নব গঠিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তানজিনা আক্তার, মামুন, সাগর, অপু, উৎস, তাজু, সাজিব, হাসান, জেসান, কবির, আফ্রিদ, আদি, আল আমিন সাগর আহম্মদ , শিলন আহম্মদ সহ আরো অনেকে। এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সকল প্রকার সহযোগিতা করাই এদের মূল লক্ষ্যে।